দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

নিয়ম বহির্ভূত ফি আদায়

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের ফি'র নামে নানা ধরনের নিয়ম বহির্ভূত ফি আদায় প্রতিবছরের মত এবারও শুরু হয়েছে। প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা এসব নিয়ে অভিযোগ করেন। এসব অভিযোগের প্রতিকার করার মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পর্যায়ে যারা স্কুলগুলোর তদারকি করেন তারা বিষয়টি বছরের পর বছর ধরে অবহেলা করে চলেছেন।

আমরা যতদূর জানি, এসএসসি পরীক্ষার ফি'র সঙ্গে শুধুমাত্র টিউশন ফি ও সেশন চার্জ আদায়ের ক্ষমতা স্কুলগুলোকে দেয়া হয়েছে। সকল নির্দেশ উপেক্ষা করে দেশের সর্বত্র স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কান মুচড়ে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা আদায় করছেন। এমনকি সরকারী স্কুলগুলোও এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকছে না।

পত্রান্তরে অভিযোগ করা হয়েছে, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার ফি মানবিক বিভাগে ৪১০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৫০৫ টাকা; অথচ রাজধানীতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১৪০০ থেকে ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে।

খুলনা থেকেও একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফরম এখনও স্কুলগুলোতে পৌঁছেনি। তবে ফি আদায়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। স্কুলভেদে সেখানে নাকি ৭শ' থেকে ১ হাজার ৬শ' ৬০ টাকা পর্যন্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কি হারে ফি আদায় করা হচ্ছে সে খবর আমরা এখনও পাইনি, তবে আন্দাজ করা কঠিন নয় যে, প্রতিবছরের মত এবারও নিয়ম বহির্ভূত ফি আদায় প্রথা বহাল তবিয়তে আছে।

সবচেয়ে বড় অভিযোগ 'কোচিং ফি' নিয়ে। ছাত্রছাত্রীরা জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত টিউশন ফি শোধ করবে। অথচ ঐ সময়ের মধ্যে পড়ানোর ব্যবস্থার জন্য আলাদা করে 'কোচিং ফি' নেয়া সুনীতি না দুর্নীতি সে বিচারের ভার আমরা সংশ্লিষ্ট সবার ওপরে রাখলাম। অন্যান্য যেসব খাতে ফি আদায় করা হয় তার মধ্যে আছে ঃ কমনরুম, লাইব্রেরী, খেলাধুলা, মিলাদ, বিদ্যালয় মেরামত, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এসব খাতে টাকা নেয়া হবে অথচ তারা এসব থেকে কোন সুফল পাবে না। কেননা তারা তো আর স্কুলে থাকছে না। এগুলোকে ফি না বলে চাঁদা বলা ভাল। এসব চাঁদা আদায় বৈধ না অবৈধ সেটা বিচার করে দেখতে হবে।

পরীক্ষার ফরম পূরণ উপলক্ষে নিয়ম বহির্ভূত ফি আদায় করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি রেখে। অক্ষম অভিভাবকরা স্কুলে স্কুলে ধরনা দিয়ে ফি কমানোর আবেদন করতে পারেন মাত্র। দরিদ্র অভিভাবকদের জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফি যোগাড় করাই প্রাণান্তকর ব্যাপার। তার ওপর বাড়তি টাকা যোগাড় করা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগীরা হারে হারে টের পেয়ে থাকেন। এ কাজ করতে যেয়ে গ্রামের অনেক অভাবী অভিভাবক গরু, মহিষ, ধান-চালসহ নিদেনকালের সম্বল পর্যন্ত বিক্রি করে দেন।

নিয়ম বহির্ভূত ফি'র ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, অতিরিক্ত ফি নেয়ার ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব স্বীকার করেছেন যে, কোন কোন স্কুলে 'অস্বাভাবিক ফি' আদায় করা হচ্ছে। তবে তিনি কিছু করবেন বা করতে পারবেন কিনা তা জানা গেল না। আপাতদৃষ্টিতে এ সবের দায়দায়িত্ব স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির ওপর বর্তায়। সরকারী স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিকার কে করবে তা এখনও কেউ বলছে না।

প্রতিবছরই এসব নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়। বিধি বহির্ভূত ফি আদায়কারীরা তাদের কাজটি করে চলেন। অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে এসব টাকা গুণে দেন। অভিযোগগুলো তদন্ত করা বা কারো বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার কথা আমরা শুনতে পাই না। এ বছরও কি তাই হবে?